তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫০৫

**আইসিপিসি কর্তৃপক্ষের প্রেস ব্রিফিং**

**আইসিটি খাতের উন্নয়নে আইসিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচারি আজ অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ইউনিভার্সিটি অভ্‌ এশিয়া প্যাসিফিককে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালের বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য আয়োজনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) হল-১ গুলনকশায় আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি চলমান আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, হোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার অংশগ্রহণ করেন।

 এসময় হুয়াওয়ের কর্পোরেট কমিউনিকেশনস্ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি ঝ্যাং এবং জেট ব্রেইন এর বিনিয়োগ, গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক বিভাগের এসভিপি অন্ড্রে ইভ্যানভ উপস্থিত ছিলেন।

ড. বিল পাউচার আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা সফলভাবে আয়োজনের জন্য ইউনিভার্সিটি অভ্‌ এশিয়া প্যাসিফিককে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে আইসিটি বিভাগ এবং বালাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানান । তিনি বলেন, আমি এখানে আসতে পেরে আনন্দিত। আমাদের আরো ভালো করার জন্য আমাদের সক্রিয় থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, শুধু সীমাবদ্ধতাই নয়, অন্যরা যা করেছে তার বাইরেও নিজেকে প্রসারিত করতে হবে এবং নতুন দক্ষতা তৈরির মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জায়গা করে দিতে হবে। তিনি বলেন, আইসিটি খাতের উন্নয়নে আইসিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা আয়োজনের সুবিধা তুলে ধরে আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ বলেন, “ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের জন্য একটি মানবসম্পদ পুল তৈরি করতে আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ সময়োপযোগী উদ্যোগ নিয়েছে এবং সম্প্রতি আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয় পাঠ্যসূচিতে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং কোডিং অন্তর্ভুক্ত করেছি।"

সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্য থেকে প্রাপ্ত সেরা ১৩৭টি দল ঢাকার বসুন্ধরার আইসিসিবি হল নং ৪ -এ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসি এর ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বিসিসি এবং বাংলাদেশ থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি হল ইউএপি।

প্রতিযোগিতার ড্রেস রিহার্সালটি ছিল ৯ অক্টোবর ২০২২-এর একমাত্র ইভেন্ট। ১০ নভেম্বরে প্রতীক্ষিত উক্ত ওয়ার্ল্ড ফাইনাল এবং সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শেষ হয় আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ঢাকা।

#

সোহাগ/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২২/২১০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫০৪

**দেশে খাদ্য নিরাপত্তায় ছাড় নয়**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

শারম আল শাইখ (মিশর), ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

বিশ্বব্যাপী কৃষিখাতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর চাপের মুখেও দেশে খাদ্য নিরাপত্তায় কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং পরিবেশবিদ ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মিশরের শারম আল শাইখে চলমান ২৭তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে মূল সম্মেলনের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা (Building Climate Resilience in Food System in Bangladesh) সেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. হাছান এ কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষকে খাদ্য যোগান দেয়াই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। পঞ্চাশের দশকে যখন এই জনপদের জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচ কোটি ছিল, তখন থেকেই এখানে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। প্রতি বছর কৃষি জমির পরিমাণ এক শতাংশ করে কমে। আর এখন আমাদের জনসংখ্যা প্রায় ১৭  কোটি। তবুও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।

কিন্ত যখন কৃষিখাত থেকে মিথেন, কার্বন নিঃসরণ কমাতে বলা হয়, তখন সেটি আমাদের জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় উল্লেখ করেন মন্ত্রী। এক্ষেত্রে প্রত্যয় ব্যক্ত করে হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের কৃষিখাতে কার্বন নিঃসরণ কমাতে বলা হলেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত রেখেই আমাদের কৃষিকে জলবায়ু সহিষ্ণু করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে আমরা কিছু করতে পারবো না।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান হোছাইনীর সঞ্চালনায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিবেশবিদ সেলিম উল হক, বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রতিনিধি ন্যান্সি আবুরটো, গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন) এর নির্বাহী পরিচালক ড. লরেন্স হাদ্দাদ প্রমুখ এই সেশনে অংশ নেন।

#

আকরাম/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২২/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫০৩

**মাল্টিমোডাল ওয়াটারওয়েজ সামিটে যোগ দিতে ভারতে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী “পিএম গতি শক্তি মাল্টিমোডাল ওয়াটারওয়েজ সামিট-২০২২’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আজ ভারতের উত্তর প্রদেশের বারানাসিতে পৌঁছেছেন।

 আগামীকাল বারানাসিতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের বন্দর, নৌ ও জলপথ এবং আয়ুর্বেদ, ইয়োগা ও ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানী, সিদ্ধাহ, হোমিওপ্যাথি মন্ত্রণালয় দু’দিনব্যাপী এ সামিটের আয়োজন করেছে।

 ভারতের বন্দর, নৌ ও জলপথ এবং আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সরবানান্দ সনোয়ালের আমন্ত্রণে প্রতিমন্ত্রী এ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। তিনি দু’সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রতিনিধিদলের অপর সদস্য হলেন বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক।

 বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে এ সম্মেলন সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া নৌপথ খাতে দু’দেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও জোরদারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

 উল্লেখ্য, ভারত সরকার বিভিন্ন অংশীজনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে “পিএম গতি শক্তি মাল্টিমোডাল ওয়াটারওয়েজ সামিট-২০২২’ এর আয়োজন করেছে। সম্মেলনে ভারতের রেল, সড়ক, জলপথ, বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা, ভেসেল অপারেটর, ই-কমার্স, ওয়্যারহাউজ কোম্পনি, কার্গো কোম্পানি ও বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করছেন।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৫০২

**মালেতে অগ্নিকাণ্ডে দুই বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায়**

**মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সমবেদনা জ্ঞাপন**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহিদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে ফোন করে মালেতে অগ্নিকাণ্ডে দুই বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় সমবেদনা জানিয়েছেন।

আজ সন্ধ্যায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করে তিনি বলেন, এটি একটি দুর্ঘটনা বলে ধারনা করা হচ্ছে এবং ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন নিহত বাংলাদেশিদের পরিচয় নিশ্চিত করতে মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহিদকে  অনুরোধ জানান।

 ড. মোমেন এ দুর্ঘটনায় নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

মোহসিন/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২২/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৪৫০১

**আস্থা ও ভরসার প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা**

 **- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

লক্ষীপুর, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী ভাঙন মোকাবিলা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। এসব দুর্যোগে হাজার হাজার মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নদী ভাঙন রোধে টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ভাঙনরোধ এবং ভাঙন কবলিতদের সহায়তায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নদীর তীর রক্ষা বাঁধের যত্ন ও রক্ষার্থে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। আস্থা ও ভরসার প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নদী ভাঙা ও বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

আজ লক্ষীপুরের লুধূয়ায়, পাটোয়ারীর হাট, রামগতি উপজেলার ৪নং চর আলেকজান্ডার ইউনিয়নের উত্তর বালুর চর, ৬নং চর আলগী ইউনিয়নের মধ্য চর আলগী এবং ৯নং চর গাজী ইউনিয়নের ভয়ার চর এলাকার টাংকীতে মেঘনা নদীর তীর পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নদীর অব্যাহত ভাঙনে প্রতিদিনই নিঃস্ব হচ্ছেন নদী পাড়ের বাসিন্দারা। নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে আবাদি জমি, সরকারি-বেসরকারি অসংখ্য স্থাপনা, হাট-বাজার, নদী তীরবর্তী ঘরবাড়ি, মসজিদ ও গাছপালা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ইতোমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় পরিকল্পিতভাবে নদীরক্ষা প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়া নদী শাসন ও স্থায়ীভাবে ভাঙন প্রতিরোধে বিভিন্ন এলাকায় প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। একটি উন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণে বন্যা, নদী ভাঙন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদী কৌশল হিসেবে শতবর্ষী ‘ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান বদলে যাবে। ভাঙন প্রতিরোধে একদিকে নদী শাসন ও আরেক দিকে নদীতে ড্রেজিং অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী নদী ভাঙ্গন কবলিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের জানান, অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে বালি উত্তোলন বন্ধ করা না হলে নদী ভাঙন রোধ হবে না। তাই নির্ধারিত বালু মহাল ছাড়া অপরিকল্পিত বালি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে এবং সন্ধ্যার পরে কোনোভাবেই বালু উত্তোলন করা যাবে না।

উল্লেখ্য লক্ষীপুরের রামগতি ও কমলনগরে ৩ হাজার ৯১ কোটি টাকার প্রকল্প চলমান রয়েছে। লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি-কমলনগর) আসনের সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আব্দুল মান্নান, অতিরিক্ত সচিব এসএম রেজাউল মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ, বাপাউবো লক্ষ্মীপরের নির্বাহী প্রকৌশলী ফারুক আহমেদ, উপজেলা চেয়ারম্যান শরাফ উদ্দিন আজাদ পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন ।

#

গিয়াস/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২২/১৮৩৫ঘণ্টা

Handout Number : 4500

**New Brazilian Ambassador to Bangladesh Paulo**

**Fernando Feres calls on Foreign Minister Dr. Momen**

Dhaka, 10 November :

 The new Ambassador of Brazil to Bangladesh Paulo Fernando Dias Feres called on the Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen today at the Ministry of Foreign Affairs, Dhaka.

 Foreign Minister Momen welcomed the new Brazilian Ambassador to Bangladesh and congratulated him on the 50th anniversary of diplomatic relations with Brazil. He also congratulated the newly elected President of Brazil Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva for his remarkable victory. Foreign Minister said that Bangladesh looks forward to working with the new administration to further strengthening the political and trade relations.

 Foreign Minister Momen said that Bangladesh and Brazil have so many similarities, but the trade volume is still to grow more. He mentioned that Bangladesh is the largest manufacturing hub in the region and welcomed Brazilian investors to invest in the energy, infrastructure and ICT sectors in Bangladesh. Foreign Minister highlighted Bangladesh’s interest in importing sugar, soybean oil and superior breed of milking cows from Brazil. He also expressed hope that Brazil would facilitate Bangladesh’s initiative to have preferential trade agreement with the MERCOSUR countries.

 Foreign Minister said that at present developing countries do not have any effective international forum for greater cooperation. He opined that the developing countries like Brazil, Bangladesh and other like-minded developing countries can form an organisation for southern countries for better supply chain management, information sharing and shared economic development.

 Brazilian Ambassador Feres liked the idea and expressed his country’s keen interest to closely work with Bangladesh on the issues of mutual benefits. He appreciated Bangladesh’s economic strides in the recent years and sought government’s cooperation during his tenure in Dhaka. Both also discussed the issues of mutual cooperation and reciprocal supports in the multilateral fora.

 Finally, the Foreign Minister invited the newly elected President Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva to visit Bangladesh next year at a mutually convenient time.

#

Mohsin/Rahat/Rafiqul/Zoynul/2022/1900 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৯৮

**বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে সম্প্রতি প্রকাশিত ভাষানটেক পুনর্বাসন**

**প্রকল্প ও কলমিলতা বাজার শীর্ষক সংবাদের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

 সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্প ও কলমিলতা বাজার শীর্ষক সংবাদের ওপর ভূমি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আলোচ্য সংবাদে কেবল ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারধীন। এ সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের পূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যও নেওয়া সমীচীন ছিল, যা হয়নি।

 উপর্যুক্ত সংবাদে উল্লেখিত নর্থ-সাউথ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এনএসপিডিএল) নামের আবাসন কোম্পানির ব্যাপক অনিয়ম এবং চুক্তির শর্ত ভঙ্গের মতো জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ১৯শে অক্টোবর ২০১০ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় এনএসপিডিএল-এর সাথে চুক্তি বাতিল করে। চুক্তির যেসব শর্ত ভঙ্গ করে অনিয়ম করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - এনএসপিডিএল কর্তৃক ফ্ল্যাটের জন্য নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ, ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে এনএসপিডিএল কর্তৃক ইচ্ছামতো সুবিধাভোগীদের নিকট ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান, অতিরিক্ত হারে ইউটিলিটি চার্জ আদায়, ব্যাংকের পরিবর্তে এনএসপিডিএল কর্তৃক নিজ অফিসে ফ্ল্যাট বিক্রয় ও জামানতের অর্থসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট লেনদেন সম্পাদন, মোট নির্মিতব্য ফ্ল্যাটের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করা ইত্যাদি।

 উপরন্তু, ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্পের ৪টি এ-টাইপ ভবনে ৫৭৬ জন সুবিধাভোগী বস্তিবাসীর মধ্যে ফ্ল্যাট বিতরণ করে এবং ৪টি বি-টাইপ ভবনে ৩৮৪ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ফ্ল্যাট বিতরণ করে। এছাড়া, বর্তমানে ৩টি এ-টাইপ ও ৮টি বি-টাইপ ভবনে সর্বমোট ১ হাজার ২৯৬টি ফ্ল্যাট তৈরির জন্য ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

 বর্তমান সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মানের জায়গায় আসীন করে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছে। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে নিয়েছে বহুবিধ পদক্ষেপ। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাই এ সম্পর্কিত কোনো সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে উত্তম চর্চা ও পেশাদার সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী গণমাধ্যম সর্বদা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে মর্মে ভূমি মন্ত্রণালয় বিশ্বাস করে।

#

নাহিয়ান/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৯৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৫২ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৫২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪২৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৩ হাজার ২৫৮ জন।

#

কবীর/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৭১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৯৬

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসুফ আল-দাহিলান (Issa Bin Youssef Al-Dahilan) সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

 সাক্ষাৎকালে সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে সৌদি কোম্পানিগুলোর আগ্রহ বাড়ছে। একোয়া (ACWA) পাওয়ার কোম্পানি ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। এ সময় জ্বালানি সংকটের সম্ভাব্য সমাধান ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ভাতৃপ্রতিম সৌদি আরবের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরো জোরদার করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক এই সংকটে বাংলাদেশ সৌদি আরব থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে জ্বালানি তেল পেতে ইচ্ছুক। ডেফার্ড পেমেন্টেও বাংলাদেশ জ্বালানি তেল ক্রয় করতে আগ্রহী বলে জানান তিনি।

#

আসলাম/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৯৫

**বাংলাদেশের মেধাসম্পদ আজ পৃথিবীব্যাপী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে**

 **--- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাংলাদেশের মেধাসম্পদ আজ পৃথিবীব্যাপী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সফলতার হাত ধরে প্রযুক্তিতে ৩২৪ বছর পিছিয়ে থাকা দেশ এখন পৃথিবীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মন্ত্রী পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল যুগের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সরকারের পাশাপাশি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় চীনের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ের নলেজ শেয়ারিং সেন্টার ‘হুয়াওয়ে বাংলাদেশ একাডেমি’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোঃ খলিলুর রহমান, বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার, বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া, বাংলাদেশে চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এবং হুয়াওয়ে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্যান জুনফেং বক্তৃতা করেন।

 মন্ত্রী বলেন, আইটিইউ ও ইউপিইউ-এর সদস্যপদ অর্জন, টিএন্ডটি বোর্ড গঠন এবং বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজ বপন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সযত্নে সে বীজকে চারা গাছে এবং গত ১৪ বছরে তা বিরাট মহিরুহে রূপান্তর করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম ডিজিটাল কর্মসূচি ঘোষণাকারী দেশ। মন্ত্রী দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ঢাকায় হুয়াওয়ের নলেজ সেন্টার চালু দেশের জন্য

অত্যন্ত গৌরবের বলে উল্লেখ করেন। কম্পিউটারে বাংলা ভাষার এই উদ্ভাবক হুয়াওয়েকে ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিকাশের সেন্টার অভ্ এক্সিলেন্স উল্লেখ করে বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টে হুয়াওয়ের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি সুইজারল্যান্ডে বিশ্ব মেধাসত্ত্ব সংস্থা (ডব্লিউআইপিও) পরিদর্শনের

সময় প্রতিষ্ঠানটির সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়কালে অর্জিত ধারণা তুলে ধরে বলেন, সারা দুনিয়ায়

প্যাটেন্ট রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে আবেদন জমা পড়েছে তার প্রায় দেড় গুণ বেশি আবেদন হুয়াওয়ে একাই করেছে। মন্ত্রী বাংলাদেশে হুয়াওয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য হুয়াওয়েকে ধন্যবাদ জানান।

 এর আগে মন্ত্রী হুয়াওয়ে বাংলাদেশ একাডেমির উদ্বোধন করেন।

#

 শেফায়েত/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৯৪

**শিল্প মন্ত্রণালয়ের এপিএ ও শুদ্ধাচার পুরস্কার পেল ৩ দপ্তর/সংস্থা ও ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন পুরস্কার এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ

মাহ্‌মুদ হুমায়ূন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত সংস্থা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ তুলে দেন। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মধ্যে এপিএ বাস্তবায়নে প্রথম হয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)।

এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ৪টি ক্যাটেগরিতে মোট ৮জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পুরস্কৃত করা হয়। ‘শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধান’-ক্যাটেগরিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। ‘শিল্প মন্ত্রণালয়ের গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯ ভুক্ত কর্মকর্তা’-ক্যাটেগরিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম; ‘শিল্প মন্ত্রণালয়ের গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬ ভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী’-ক্যাটেগরিতে যৌথভাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা অমল চন্দ্র বিশ্বাস, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফয়েজ আহম্মেদ এবং ‘শিল্প মন্ত্রণালয়ের গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারী’ ক্যাটেগরিতে যৌথভাবে অফিস সহায়ক মোঃ মশিউর রহমান, মোছাঃ রাশিদা বেগম এবং মোঃ দেলোয়ার হোসেন শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহ্‌মুদ হুমায়ূন বলেন, প্রধানমন্ত্রী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। যার ফলে আমরা কোভিড পরিস্থিতি সামলে উঠেছি। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধজনিত বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে আমাদের ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তাও কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো বলে আশা করি।

এপিএ ও শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন, সরকারি প্রশাসনিক দপ্তরগুলোতে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা থাকা জরুরি। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তিনি বলেন, আপনারা আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল ও দ্রব্যমূল্য নিয়ে কারসাজি ঠেকাতে বিএসটিআই এর মাধ্যমে আরো বেশি অভিযান পরিচালনা করতে হবে। বিটাক ও এসএমই ফাউন্ডেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরুণ-তরুণীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ও উদ্যোক্তা তৈরিতে আরো তৎপর হতে হবে।

#

মাহমুদুল/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১১৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৯৩

**ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের জন্য ইইউ’র ৩ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা ঘোষণা**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ৩ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা ঘোষণা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

বাংলাদেশ সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার ইয়ালভা জোহানসন আজ রাজধানীর গুলশানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান কমিশন ডেলিগেশন প্রধানের দূতাবাস ভবনে এক অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় তিন মিলিয়ন ইউরো সহায়তা দেবে। তিনি বলেন, ‘মিয়ানমারে যখন সংঘাত শুরু হয় তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সীমান্ত খুলে দিয়ে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেয়ার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যদি বাংলাদেশের মানুষ খেতে পায়, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সেই খাবার ভাগাভাগি করে খাব। সেজন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে মানবতার জননী উপাধি দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন,'বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের সব ধরনের মানবিক সহায়তা নিশ্চিতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে সহিংসতা ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।’

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ভাসানচরের রোহিঙ্গাদের পুষ্টির বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। প্রথম দিকে যে পুষ্টি পরিস্থিতি ছিল, এখন কক্সবাজার ও ভাসানচরে সেই অবস্থা থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে।

#

সেলিম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১৩৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৯২

**বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১১ নভেম্বর ‘বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি যুবলীগের সকল নেতা-কর্মীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শহিদ শেখ ফজলুল হক মণিসহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদ সকল যুবলীগ নেতা-কর্মীকে।

জাতির পিতার বলিষ্ঠ, গতিশীল, সাহসী, ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি নিজস্ব জাতি রাষ্ট্র ও গর্বিত আত্মপরিচয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে যুবশক্তির উন্মেষ ঘটেছিল, সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত স্বদেশ পুনর্গঠনে সেই যুবশক্তিকে সম্পৃক্ত করার অভীষ্ট লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সৃষ্টি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি’র নেতৃত্বে এই সংগঠনের জন্ম। জন্মলগ্ন থেকেই যুবলীগ আত্মনিয়োগ করে দেশ গঠনে। জাতির পিতার নেতৃত্বে জাতি যখন শোষণহীন-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে নিয়োজিত, তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। হত্যা করা হয় যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি’কে। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। এ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সাহসী প্রতিবাদ জানায়। চট্টগ্রামের যুবলীগ নেতা মৌলভী সৈয়দ আহমদ ও বগুড়ার আবদুল খালেক খসরুসহ অনেক যুবলীগ নেতা-কর্মী সেসময় জীবন দিয়েছেন। জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর থেকে শুরু করে স্বৈরাচার বিরোধী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে যুবলীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ’৭৫ পরবর্তী যুবলীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্যানগার্ডে পরিণত হয়। স্বাধীকার আন্দোলন তথা জনগণের ভোটে ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জীবন দিয়েছেন যুবলীগ নেতা নূর হোসেন, নুরুল হুদা বাবুল, ফাত্তাহসহ অনেকে। তাঁদের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমি যুবলীগের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি।

দীর্ঘ ২১ বছরের আন্দোলন-সংগ্রাম শেষে ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমরা যুব সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করি। যুবরা আবারো উন্নয়নের সুফল পেতে শুরু করে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয় লাভের পর হতে আওয়ামী লীগ সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিগত প্রায় ১৪ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি খাতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই যুবশক্তি। যুব সমাজের আছে অমিত সম্ভাবনা ও সতেজ উদ্যম। যুবশক্তিই পারে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়তে। বৈশ্বিক করোনা মহামারির সময়ে আমাদের যুবলীগের নেতা-কর্মীরা অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করে, উদ্বাস্তু মানুষের জন্য ঘর নির্মাণ করে, কৃষকের ধান কেটে এবং ফ্রি মেডিকেল সেবা দিয়ে মানবিকতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আমি আশা করি, যুবলীগের সুবর্ণজয়ন্তীর মধ্য দিয়ে যুব সমাজের সংগ্রামী চেতনার ধারা আরো শাণিত ও বেগবান হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ দেশের যুবদের বুকে অদম্য শক্তির যে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে গেছেন, যে প্রেরণা তিনি যুগিয়ে গিয়েছেন, সেই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে যুবলীগ এদেশের যুবসমাজকে সঙ্গে নিয়ে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

   বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৯১

**সাবেক স্পিকার মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর ৯৪তম জন্মজয়ন্তীতে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১১ নভেম্বর সাবেক স্পিকার মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী- এর ৯৪তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কূটনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী- এর ৯৪তম জন্মজয়ন্তীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাঙালির পক্ষে কূটনৈতিক যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসে কর্মরত অবস্থায় তিনি পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেন। এ সময় দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিদের জীবন রক্ষায় হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিদেশি গণমাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বন্দি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জোরালো আহ্বান জানান। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় বিশ্বের ৪০টির বেশি দেশ স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাকে এবং আমার বোন শেখ রেহানাকে বেলজিয়াম থেকে তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। আমাদের চরম দুঃসময়ে তিনি এবং তার সহধর্মিনী মেহজাবিন চৌধুরী পরম মমতায় আমাদের দুই বোনকে আগলে রাখেন। সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্ধিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করে হুমায়ুন রশীদ চোধুরী দিল্লিতে আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। সে জন্য অকুতোভয় এই কূটনীতিবিদকে খুনি-ষড়যন্ত্রকারীদের রোষানলে পড়তে হয় এবং তিনি বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হন।

দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করলে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে স্পিকারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জাতীয় সংসদকে গতিশীল এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এছাড়াও জাতীয় সংসদের প্রচলিত রীতিনীতির আধুনিকায়ন এবং সংস্কারে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০১৮ সালে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয়।

আমার প্রত্যাশা, স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী স্মৃতি পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাঙালির এই কৃতি সন্তানের অবদান জাতির সামনে উপস্থাপন করবেন এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাঁর দেশপ্রেম ও ত্যাগের আদর্শ ছড়িয়ে দিবেন।

আমি মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর আত্মার চির প্রশান্তি কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

   বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/অনসূয়া/মেহেদী/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা